রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

১৪

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২৯, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুলাই ২০০৭

নং ২৩ কৃষি/মুঃপ্রঃ-৫/মপবি, ৩/২০০৫—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রীপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ) বাংলায় অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল ইংরেজী আইন হতে অনূদিত বাংলা পাঠ

সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯

(১৯৬৯ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ)

২৮শে জুন, ১৯৬৯

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মূলধন বাজার এবং সিকিউরিটি ইস্যু, ও সিকিউরিটি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ে বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

যেহেতু, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মূলধন বাজার, সিকিউরিটি ইস্যু ও সিকিউরিটি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসম্পর্কিত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সমতা রক্ষার্থে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে এই বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসের ২৫তম দিবসের ঘোষণা, সাময়িক সাংবিধানিক আদেশ পঠিতব্য, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ সিকিউরিটিজ এবং একচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নিধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশ,—

(ক) "সহযোগী" অর্থ স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্যের পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা অংশীদার;

(খ) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৬২ এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংকিং কোম্পানী;

(গ) "ব্রোকার" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি অন্য কাহারো পক্ষে সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকেন;

(গগ) "কমিশন" অর্থ সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন অধ্যাদেশ, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে গঠিত সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(ঘ) "ইকুইটি সিকিউরিটি" অর্থ মালিকানা প্রতিনিধিত্বকারী কোন স্টক বা হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার (অগ্রাধিকারসম্পন্ন বা সাধারণ) বা অনুরূপ সিকিউরিটি; মূল্যে বা বিনামূল্যে এইরূপ সিকিউরিটিজ এ পরিবর্তনীয় কোন সিকিউরিটি অথবা এইরূপ কোন সিকিউরিটির গ্রাহক হইবার বা উহা খরিদ করিবার কোন ওয়ারেন্ট বা অধিকার বহনকারী কোন সিকিউরিটি; স্বয়ং এইরূপ কোন ওয়ারেন্ট বা অধিকার; এবং নির্ধারিত অনুরূপ অন্য কোন সিকিউরিটি;

(ঙ) "বিনিয়োগ উপদেষ্টা" অর্থে এইরূপ কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রকাশনা বা লিখনের মাধ্যমে সিকিউরিটির মূল্য সম্পর্কে

অথবা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বা সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে যুক্তিসংগত বিষয়ে অপরকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত, কিন্তু উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না—

(অ) কোন ব্যাংক;

(আ) কোন আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী অথবা শিক্ষক যাহার উক্ত কার্য সম্পাদন, কেবলমাত্র উক্ত পেশার কার্যের জন্যই আনুষাঙ্গিক;

(ই) কোন ব্রোকার, জবার (Jobber) সহযোগী অথবা একচেঞ্জের সদস্য যাহার এইরূপ কর্ম সম্পাদন ব্রোকার, জবার, সহযোগী বা সদস্য হিসাবে তাহার ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আনুষঙ্গিক এবং যিনি উহার জন্য কোন স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না;

(ঈ) কোন সংবাদপত্র, সংবাদ সাময়িকী বা অন্য কোন সাধারণ এবং নিয়মিত প্রচার সম্বলিত অন্য কোন প্রকাশনার প্রকাশক; অথবা

(চ) "বিনিয়োগকারী কোম্পানী" অর্থ এইরূপ কোন কোম্পানী যাহা প্রধানতঃ বা অন্য কোন কোম্পানীর সিকিউরিটি ক্রয় এবং বিক্রয়ে নিয়োজিত থাকে এবং এইরূপ কোন কোম্পানী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার নিজস্ব আদায়কৃত মূলধনের আশি শতাংশ কোন এক সময় অন্য কোন কোম্পানীতে বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(চচ) "মূলধন ইস্যু" অর্থ নগদে বা অন্য কোনভাবে কোন সিকিউরিটি ইস্যুকরণ;

(ছ) "ইস্যুয়ার" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি কোন সিকিউরিটি ইস্যু করিয়াছেন বা করিবার প্রস্তাব করেন;

(জ) "জবার" অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি নিজের একাউন্টে, কোন ব্রোকারের মাধ্যমে বা অন্যভাবে শেয়ারের কার্যকর লেনদেনে নিয়োজিত আছেন, কিন্তু নিয়মিত ব্যবসার অংশ হিসাবে যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের একাউন্টে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা আস্থাভাজন ক্ষমতায়, সিকিউরিটিজ লেনদেন না করেন, তাহা হইলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ কোন স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য;

(ঞ) "ব্যক্তি" অর্থে কোন অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি সমষ্টি, নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক, কোম্পানী এবং অন্য প্রত্যেক কৃত্রিম আইন সম্বন্ধীয় ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঠ) "সিকিউরিটিজ" অর্থ কোন কোম্পানী দ্বারা বা উহার স্বার্থে বাংলাদেশে নিগমবদ্ধ হউক, বা না হউক, ইস্যুকৃত বা ইস্যুকৃত হইবে এইরূপ নিম্নলিখিত ইনস্ট্রুমেন্ট, যথা ঃ—

(অ) সিকিউরিটিজ আইন, ১৯২০ (১৯২০ সনের ১০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারী সিকিউরিটি;

(আ) কোম্পানীর সম্পদের উপর চার্জ বা লিয়েন সৃষ্টিকারী অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট; এবং

(ই) কোন কোম্পানীকে প্রদত্ত কোন ঋণ বা উহার ঋণগ্রস্ততার স্বীকৃতি প্রদান করিয়া কোন তৃতীয় পক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা, অথবা উহার সহিত যৌথভাবে সম্পাদিত ইনস্ট্রুমেন্টসহ, এবং কোন স্টক, হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার, স্ক্রিপ্ট, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বণ্ড, বিনিয়োগ চুক্তি এবং প্রাক সংস্থা সনদ বা সাবস্ক্রিপসন, এবং সাধারণভাবে "সিকিউরিটি" হিসাবে পরিচিত ইনস্ট্রুমেন্ট বা স্বার্থ এবং কোন জমাকরণের সনদ বা সুদের সনদ বা সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন রসিদ বা পূর্ববর্তী কোন ক্রয় বা উহাতে অংশগ্রহণের ওয়ারেন্ট বা অধিকার অন্তর্ভুক্ত করিবে, কিন্তু কোন মুদ্রা বা কোন নোট, ড্রাফট, বিনিময়কৃত বা ব্যাংকের স্বীকৃতি অথবা বর্ধিত সময় বা নবায়নসহ নির্দিষ্ট মেয়াদের বা অনধিক বার মাস মেয়াদের কোন নোট উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঈ) "স্টক এক্সচেঞ্জ" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি সিকিউরিটি ক্রেতা বা বিক্রেতাকে একত্রিত করিবার জন্য অথবা অন্য কোনভাবে সিকিউরিটি সম্পর্কে সাধারণতঃ কোন স্টক এক্সচেঞ্জ, উহার সচরাচর যে অর্থ বুঝায়, যে প্রকার কার্য সম্পাদন করে সেই প্রকার কার্য সম্পাদনের জন্য কোন বাজার বা সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ বা ব্যবস্থা করেন, এবং অনুরূপ বাজার ও সুযোগ সুবিধাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

অধ্যায় ১ক

পুঁজি ইস্যু

২.ক। **মূলধন ইস্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ**।—বাংলাদেশে নিগমবদ্ধ কোন কোম্পানী কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের বাহিরে কোন মূলধন ইস্যু করিতে পারিবে না।

(২) কোন কোম্পানী বাংলাদেশে নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে,—

(ক) বাংলাদেশে কোন মূলধন ইস্যু করিতে পারিবে না;

(খ) বাংলাদেশে কোন সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট প্রস্তাব করিতে পারিবে না;

(গ) বাংলাদেশে পরিশোধের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ কোন সিকিউরিটির পূর্ণতা প্রাপ্তি বা পরিশোধের তারিখ নবায়ন বা স্থগিত করিতে পারিবে না।

(৩) কমিশন উহার নিকট কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের বাহিরে ইস্যুকৃত বা ইস্যু করা হইবে এইরূপ মূলধনের স্বীকৃতি প্রদান করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন অনুমতি প্রদানকালে কমিশন ইস্যুর মূল্য নির্ধারণ করিবে না।

২.খ। **প্রসপেক্টাস এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোন সিকিউরিটির সাবস্ক্রিপশনের জন্য অথবা উহা বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্যে প্রস্তাব করিয়া প্রতিটি প্রসপেক্টাস বা অন্য কোন দলিল দস্তাবেজ প্রকাশের পূর্বে উহাকে কমিশনের নিকট পরীক্ষার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পন্থায় এবং তথ্যসহকারে পেশ করিতে হইবে এবং এইরূপ প্রসপেক্টাস বা অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ এই আইন বা বিধির এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য আইনের সকল আবশ্যকতা পূরণ করিয়াছে মর্মে কমিশন সন্তুষ্ট হইবার পর তৎকর্তৃক উহা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিবার পরই কেবল প্রকাশ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিকিউরিটির ইস্যু বা প্রস্তাবে কমিশনের সম্মতির ক্ষেত্রে প্রস্তাবের গুণগত মান ও নির্ভুলতার দায়িত্ব হইতে ইস্যুয়ার অব্যাহতি পাইবেন না।

(২) বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি কোন সিকিউরিটির সাবস্ক্রিপশন অথবা উহা বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্যে প্রস্তাব করিয়া এইরূপ কোন প্রসপেক্টাস বা অন্য কোন দলিল ইস্যু করিতে পারিবেন না, যদি না ইহাতে নিম্নরূপ বিবরণী সংযুক্ত থাকে—

(ক) উহা প্রকাশের জন্য কমিশন অনুমতি প্রদান করিয়াছে; এবং

(খ) সিকিউরিটি ইস্যু বা উহা বিক্রয়ের জন্য কমিশনের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

২গ। **সিকিউরিটি ক্রয়।**—কোন ব্যক্তি কমিশনের সম্মতি বা স্বীকৃতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশে বা অন্যত্র ইস্যুকৃত বা ইস্যুতব্য মূলধনের ক্ষেত্রে কোন সিকিউরিটির জন্য কোন বিনিময় মূল্য গ্রহণ বা প্রদান করিবে না।

২গগ। শর্ত আরোপের ক্ষমতা।—এই ধারা প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা কোন কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের ধারা ২ক, ২খ বা ২গ এর অধীন প্রদত্ত কোন অনুমতি বা স্বীকৃতির উপর কমিশন সময় সময় উহার নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারে।

২ঘ। অব্যাহতি প্রদান ও লংঘন মার্জনার ক্ষমতা।—(১) কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ আদেশ দ্বারা ধারা ২ক, ২খ এবং ২গ এর সকল বা যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে।

(২) কমিশন, আদেশ দ্বারা, ধারা ২ক বা ২খ এর যেকোন বিধান লংঘন ক্ষমা করিতে পারিবে এবং এইরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন ধারা ২ক বা ২খ এর বিধান লংঘন করিয়া ক্ষেত্রমত বিচ্যুত কোন কার্যের ক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

২ঙ। তথ্য তলবের ক্ষমতা।—কমিশনের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তাহার নিকট মূলধন ইস্যুর সম্মতি বা স্বীকৃতির আবেদনপত্রের কোন বিবরণীর সঠিকতা যাচাই অথবা এইরূপ সম্মতি বা স্বীকৃতির আদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন শর্তের চাহিদাসমূহ পূরণ করা হইয়াছে কি না তাহা যাচাই করিবার জন্য এইরূপ আবেদন দাখিলকারী বা এইরূপ আদেশ গ্রহণকারী কোন কোম্পানী বা উহার কোন কর্মকর্তাকে তাহার নিকট এইরূপ হিসাব, নথিপত্র বা অন্যান্য দলিলাদি বা এইরূপ তথ্যাদি দাখিল করিতে বলিতে পারেন, যাহা তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২চ। মিথ্যা তথ্য।—কোন ব্যক্তি ধারা ২(ঙ) এর অধীন কোন চাহিদা পূরণকল্পে বা মূলধন ইস্যুর জন্য সম্মতি বা স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদনকালে এইরূপ কোন তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করিবেন না, যাহা তিনি নিজের জ্ঞাতসারে বা বিশ্বাসযোগ্য কারণে মিথ্যা বা বস্তুগতভাবে সত্য নহে বলিয়া জানেন।

২ছ। আদেশের ধারাবাহিকতা।—এই অধ্যাদেশ জারীর পূর্বে ক্যাপিটাল ইস্যুজ (কন্টিনিউয়্যান্স অব কন্ট্রোল) এ্যাক্ট, ১৯৪৭ এর অধীন কৃত বা উক্ত আইনের অধীন কৃত বলিয়া বিবেচিত এবং বলবৎ সকল আদেশ এই অধ্যাদেশের অধীন কার্যকর এবং উহার অধীন কৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অধ্যায় ২

স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

৩। **নিবন্ধন ব্যতীত কোন স্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালিত হইবে না।**—এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত না হওয়া পর্যন্ত কোন স্টক একচেঞ্জ উহার কোন কার্যাবলী পরিচালনা করিতে পারিবেনা এবং কোন ব্যক্তি কোন সিকিউরিটির লেনদেন বা কারবারের উদ্দেশ্যে উহার কোন সুবিধা বা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

৪। **নিবন্ধনের যোগ্যতা**।—(১) কোন স্টক এক্সচেঞ্জ স্বচ্ছ লেনদেন এবং বিনিয়োগকারীদের রক্ষার্থে এই অধ্যাদেশে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিলে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে, নিবন্ধনযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণযোগ্য শর্ত বা আবশ্যক বিষয়াদি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে হইতে পারে, যথাঃ—

(ক) সদস্য পদ প্রাপ্তি এবং সদস্যভুক্ত হওয়া, সদস্য পদের সাময়িক বরখাস্ত, উহা হইতে বহিষ্কার এবং পুনরায় সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি ;

(খ) গভর্ণিং বডির গঠন ও ক্ষমতা এবং উহার কার্য নির্বাহকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ;

(গ) স্টক এক্সচেঞ্জ-এর গভর্ণিং বডি বা উহার কোন কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব ;

(ঘ) সদস্যদের ব্যবসায়ের উপর বাধানিষেধসহ, উহাতে পরিচালিত ব্যবসা পদ্ধতি ;

(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি, বিধি, প্রবিধান এবং উপ-আইন; এবং

(চ) সদস্যদের হিসাবসহ হিসাবরক্ষণ এবং উহার নিরীক্ষা।

৫। **নিবন্ধন**।—(১) ধারা ৪ এর অধীন নিবন্ধনের যোগ্য কোন স্টক এক্সচেঞ্জ, নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, নিবন্ধনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) যদি কমিশন তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং অধিকতর তথ্য প্রাপ্তির পর সন্তুষ্ট হয় যে,—

(অ) স্টক এক্সচেঞ্জটি নিবন্ধনের যোগ্য; এবং

(আ) ব্যবসার স্বার্থে এবং জনস্বার্থেও স্টক এক্সচেঞ্জটি নিবন্ধন করা প্রয়োজন ; তাহা হইলে স্টক এক্সচেঞ্জটিকে একটি নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন নিবন্ধনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে না।

৬। **হিসাব বার্ষিক প্রতিবেদন, রিটার্ণ, ইত্যাদি**।—(১) প্রত্যেক স্টক এক্সচেঞ্জ এবং উহার প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা ও সদস্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবের বহি এবং অন্যান্য দলিল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে; এবং এইরূপ প্রত্যেক হিসাবের বহি বা দলিল কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যুক্তিসংগত সময়ে, পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক স্টক এক্সচেঞ্জ নির্ধারিত পদ্ধতি এবং বিষয় সম্বলিত একটি বার্ষিক রিপোর্ট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ কমিশনের নিকট রিটার্ণ পেশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর বিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রত্যেক স্টক এক্সচেঞ্জ এবং উহার প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা সদস্য কমিশন কর্তৃক যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা যাচিত স্টক এক্সচেঞ্জের বিষয়াদি সম্পর্কিত দলিল, তথ্যাদি বা ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিচালক, কর্মকর্তা বা সদস্যদের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, তথ্য সরবরাহ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।

৭। **নিবন্ধন বাতিলকরণ, ইত্যাদি।**—(১) যেক্ষেত্রে কমিশন অভিমত পোষণ করে যে, কোন স্টক এক্সচেঞ্জ বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা এই অধ্যাদেশ, বা তদধীনে প্রণীত বা প্রদত্ত যেকোন বিধি, প্রবিধি বা নির্দেশনা লংঘন করে অথবা অন্যভাবে অবহেলা করে বা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কমিশন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বা স্টক এক্সচেঞ্জের স্বচ্ছ লেনদেন বা সুশাসন নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে লিখিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) আদেশে নির্ধারিত সময়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে কোন ব্যবসায়িক লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে ;

(খ) স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে ;

(গ) স্টক এক্সচেঞ্জের গভর্ণিং বডি বা উহার অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বাতিল করিতে পারিবে ;

(ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জের কোন পরিচালককে, কর্মকর্তা বা সদস্যকে তাহার পদ হইতে অথবা সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, গভর্ণিং বডি বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক, কর্মকর্তা বা সদস্যকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এইরূপ আদেশ জারী করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) বা (ঘ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের মাধ্যমে এইরূপ নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে যে, বাতিলকৃত গভর্ণিং বডি বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা অপসারিত পরিচালক বা কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন সংঘ স্মারক বা সংঘ বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ কার্যকর হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখের পূর্বে আইনগতভাবে সম্পাদিত কোন চুক্তিকে প্রভাবিত করিবে না।

৮। **সিকিউরিটি লেনদেন-এর উপর বাধানিষেধ।**—(১) কোন ব্যক্তি স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য না হইলে, তিনি উহাতে সিকিউরিটি লেনদেনের ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত না হইলে, সরকারী সিকিউরিটি অথবা বোনাস প্রাপ্য ভাউচার ব্যতীত, কোন সিকিউরিটির ব্যবসা করা যাইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি যে স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটি ডিলার হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছেন তিনি উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে ডিলার হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না।

(৪) স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নহে, এইরূপ কোন সিকিউরিটির ব্রোকার বা জবার হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা কোন ঋণ প্রমাণকারী সিকিউরিটির বাট্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯। **সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি।**—(১) কোন ইস্যুয়ার তাহার কোন সিকিউরিটিজ কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন এবং আবেদনের এক কপি কমিশনে জমা দিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র গ্রহণের পর স্টক এক্সচেঞ্জ, যদি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সিকিউরিটি স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের জন্য তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জ কোন সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে অপারগতা প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে বা কমিশন উহার নিজস্ব উদ্যোগে, স্টক এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন সিকিউরিটি তালিকাভুক্তির পর কমিশন বা স্টক একচেঞ্জ অবগত হয় যে, আবেদনটিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নাই বা ইস্যুয়ার কোন নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্তি অব্যাহত থাকা জনস্বার্থপর নহে, তাহা হইলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জ আদেশের মাধ্যমে ইস্যুয়ারকে অপূর্ণতা সংশোধন বা নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পূরণকল্পে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা তালিকাভুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) বিনিয়োগকারীদের রক্ষার্থে, প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত শর্তে, ইস্যুয়ার কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে আবেদনের প্রেক্ষিতে, স্টক এক্সচেঞ্জ কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিতে এবং আবেদনটি অগ্রাহ্য, বা অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) যেক্ষেত্রে কোন স্টক এক্সচেঞ্জ কোন সিকিউরিটিকে তালিকাচ্যুত করিতে অস্বীকার করে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, স্টক এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কমিশন বা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ, বাণিজ্য বা জনস্বার্থে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ দ্বারা, তালিকাভুক্ত কোন সিকিউরিটিতে লেনদেন স্থগিত করিতে পারিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন কোন আদেশ চৌদ্দ দিনের জন্য কার্যকর থাকিবে, যাহা কমিশন, বা ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জ যেকোন সময় আরো অনধিক চৌদ্দ দিনের মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৯) কোন ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন অগ্রাহ্য এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন তালিকাভুক্তি বাতিল করা যাইবে না।

১০। **সিকিউরিটির বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি**।—যেক্ষেত্রে কমিশন, কোন সিকিউরিটির প্রকৃতি এবং উহার লেনদেন বিবেচনাক্রমে এই অভিমত পোষণ করে যে, জনস্বার্থে উহা করা প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সেইক্ষেত্রে, স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত পরামর্শক্রমে এবং উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া স্টক এক্সচেঞ্জকে সিকিউরিটিটি তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

অধ্যায় ৩

ইস্যুয়ারদের নিয়ন্ত্রণ

১১। **বিবরণী তাখিল**।—(১) কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটি হোল্ডার বা কমিশনের নিকট উহার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণী দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া কমিশন যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ করিলে, কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ, শেয়ারহোল্ডার এবং কমিশনের নিকট উহার কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য দলিল, তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।

১২। **তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিক কর্তৃক বিবরণী দাখিল**।—কোন ইস্যুয়ারের প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা, যিনি উহার কোন শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিক হন বা ছিলেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ কোন শ্রেণীর সিকিউরিটির দশ শতাংশের অধিক হারে সুবিধাভোগী মালিক, তিনি কমিশনের নিকট উক্তরূপ সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানা সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমে এবং সময়ে বা বিরতিতে বিবরণী দাখিল করিবেন।

১৩। **স্বত্বহীন সিকিউরিটি বিক্রয় (Short-selling) নিষিদ্ধকরণ।**—কোন তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক, উক্ত স্বত্বহীন সিকিউরিটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিক্রয়ের ব্যবসা করিবেন না।

১৪। **পরিচালক, কর্মকর্তা এবং প্রধান শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়।**—(১) যেক্ষেত্রে কোন তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক ছয় মাসের মধ্যে উক্তরূপ কোন সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয় অথবা ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয় এবং ক্রয়ের মাধ্যমে কোন লাভবান হন, সেইক্ষেত্রে, এইরূপ পরিচালক বা কর্মকর্তা বা সুবিধাভোগী মালিক ইস্যুয়ারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত লাভের অর্থ তাহাকে প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোন ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে সরল বিশ্বাসে সংগৃহীত কোন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা সুবিধাভোগী মালিক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন লাভ অর্জনের ছয় মাসের মধ্যে অথবা উহা দাবী করিবার ষাট দিনের মধ্যে, প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, অথবা অবহেলা করেন অথবা ইস্যুয়ার উহা আদায় করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ লাভ কমিশনের উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা বকেয়া সরকারী দাবী হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৫। **প্রক্সি নিয়ন্ত্রণ।**—কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭নং আইন) বা কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন প্রক্সি, অনুমতি বা ক্ষমতায়নের উপযাচন (Solicitation) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৪

নিষিদ্ধকরণ এবং সীমাবদ্ধকরণ

১৬। **গ্রাহকের সিকিউরিটির ঋণ, হাইপথিকেশন এবং কর্জ।**—কোন সদস্য বা সহযোগী এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোন সিকিউরিটির ক্রয় বা ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির জন্য কোন ঋণ বর্ধিত বা সংরক্ষণ করিবেন না অথবা কোন ঋণ বর্ধিতকরণ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন না; অথবা

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটির ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ অথবা ঋণ প্রদান বা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন না; অথবা

(গ) কোন গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটি হাইপথিকেশন প্রদান বা হাইপথিকেশনের ব্যবস্থা করিবেন না।

১৭। **প্রতারণামূলক কার্য, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ।**—কোন ব্যক্তি কোন সিকিউরিটির বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উৎসাহিত, নিরুৎসাহিত, বিরত রাখিতে বা তাহার পক্ষে সুবিধা লাভের জন্য বা অন্য কোনভাবে প্রভাবিত করিতে পারিবেন না—

(ক) এমন কোন শঠতা, ফন্দি বা ছলাকলা প্রয়োগ, অথবা কোন ব্যবসায়িক কার্য, কৌশল বা প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির উপর শঠতা বা প্রতারণা হিসাবে ক্রিয়াশীল হয় অথবা ক্রিয়াশীল হইবার জন্য অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা করা হয়; অথবা

(খ) তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না এইরূপ কোন বিষয় বাস্তব বলিয়া কোন পরামর্শ বা বক্তব্য প্রদানে; অথবা

(গ) কোন বিষয়ে অবগত হইয়া বা বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কিছু প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিতে বা উহা সক্রিয়ভাবে গোপন রাখিতে; অথবা

(ঘ) কোন ব্যক্তিকে প্রতারণার মাধ্যমে কোন কিছু করা বা না করিবার জন্য প্রবৃত্ত করা; যাহা তিনি প্রতারিত না হইয়া করিতেন না বা বিরত থাকিতেন না; অথবা

(ঙ) এইরূপ কোন কার্য করা বা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকা অথবা কোন কার্য হইতে বিরত থাকা, যাহাতে কোন ব্যক্তির উপর প্রতারণা, শঠতা বা ঠক হিসাবে ক্রিয়াশীল হয় বা হইতে পারে, বিশেষভাবে—

(অ) কোন মিথ্যা উদ্ধৃতি;

(আ) কোন সিকিউরিটির সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি;

(ই) এইরূপ সিকিউরিটি যাহার লেনদেনে সুবিদা সম্বলিত মালিকানায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না;

(ঈ) কোন সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য কোন আদেশ বা আদেশাবলীতে আবদ্ধ হওয়া, যাহা অবশেষে পরস্পরকে বাতিল করিবে এবং উক্ত সিকিউরিটির সুবিধা সম্বলিত মালিকানায় কোন পরিবর্তন ঘটাইবেনা;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সিকিউরিটিতে ধারাবাহিকভাবে লেনদেন করা যাহার ফলে উক্ত সিকিউরিটিতে সক্রিয় লেনদেনের আর্বিভাব ঘটায়, অথবা অন্যদেরকে ক্রয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় অথবা অন্যদেরকে বিক্রয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্যহ্রাস ঘটায়;

(ঊ) কোন তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক অথবা কোন কর্মকর্তা অথবা উক্ত সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশ হারে প্রকৃত মালিক যিনি উক্ত সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় কোন প্রাসংগিক তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও উহা প্রকাশ না করেন।

১৮। **মিথ্যা প্রতিবেদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ।**—কোন ব্যক্তি, এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীন প্রদান করিতে বাধ্য এইরূপ কোন দলিল, নথি, হিসাব, তথ্য বা ব্যাখ্যার অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্রে এইরূপ কোন ঘোষণা বা তথ্য প্রদান করিবেন না, যাহা তিনি নিজের জ্ঞাত বা যুক্তিসংগত কারণে বস্তুগতভাবে মিথ্যা বা সঠিক নহে বলিয়া জানেন।

১৯। **গোপনীয়তা রক্ষা।**—কোন ব্যক্তি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত, আইনগতভাবে জানিবার অধিকার রাখেন না এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট, কোন তথ্য জ্ঞাত বা অন্য কোনভাবে প্রকাশ করিবেন না, যাহা তাহার নিকট বিশ্বস্ততার সহিত প্রদান করা হইয়াছে বা যাহা তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কার্য সম্পাদনকালে সংগ্রহ করিয়াছেন বা জ্ঞাত হইয়াছেন।

২০। **নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ।**—(১) যে ক্ষেত্রে কমিশন মনে করে যে, কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত বিধি লংঘনের সহিত জড়িত বা উক্ত লংঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কার্য বা প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত বা কোন ব্যক্তি কোন কার্যের অবহেলা করিয়াছেন অথবা বিরত রহিয়াছেন বা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যাহা উক্ত লংঘনের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্য করা হইতে বা প্রক্রিয়ায় জড়িত হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা উক্ত লংঘন বা লংঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে অথবা যে কার্য না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে উক্তরূপ লংঘন ঘটিতে পারে তাহা করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে, কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ে, যদি থাকে, উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

২০ক। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—যেক্ষেত্রে কমিশন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটি মার্কেট এর বা সিকিউরিটি মার্কেট এর উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করে, সেইক্ষেত্রে লিখিত আদেশ দ্বারা, স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ইস্যুয়ার বা বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটি মার্কেট এর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে, উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যেকোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৫

তদন্ত, দন্ড, আদেশ এবং আপীল

২১। **তদন্ত**।—(১) কমিশন নিজ উদ্যোগে বা, কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি ইস্যুয়ারের ক্ষেত্রে, অন্যূন পাঁচ শতাংশ ইকুইটি সিকিউরিটি ধারকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে উহার পক্ষে নিয়োগ প্রদান করিয়া নিম্নরূপ বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে—

(ক) কোন স্টক এক্সচেঞ্জ, বা কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কার্যাবলী; বা

(খ) স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কোন ইস্যুয়ার বা উহার কোন পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বা তালিকাভুক্ত কোন সিকিউরিটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যূন পাঁচ শতাংশের সুবিধাভোগের অধিকারী কোন ব্যক্তির ব্যবসা বা সিকিউরিটিজ লেনদেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন তদন্ত কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের প্রত্যেক সদস্য, পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা ইস্যুয়ার বা উহার সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা এবং উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ইস্যুয়ার বা উহাদের পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তার সহিত লেনদেন ছিল, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জিম্মায়, ক্ষমতায় বা তাহার জ্ঞাতসারে তদন্তের বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত বা সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি, তদন্তের প্রয়োজনে, তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ, ইস্যুয়ার বা ব্যক্তির নিজস্ব বা অধীনস্থ যে কোন স্থাপনায় প্রবেশ করিতে, এবং এইরূপ স্টক এক্সচেঞ্জ, ইস্যুয়ার ব্যক্তির নিকট রক্ষিত হিসাব বহিসমূহ বা দলিল পত্রাদি পরিদর্শন এবং জব্দ করিবার জন্য তলব করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি তদন্তের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কোন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন কোন আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার সমপরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে বাধ্য এবং শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্রে;

(খ) দলিল পত্রাদি উপস্থাপনে বাধ্য করিবার ক্ষেত্রে;

(গ) সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন আহবান করিবার ক্ষেত্রে;

এবং এইরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা দন্ড বিধির ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ অনুযায়ী "বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম" হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) কমিশন, এই ধারার অধীন কোন তদন্তের খরচ, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়াবলী, ব্যবসা বা ক্ষেত্রমত, লেনদেনের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালিত হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অথবা কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে সিকিউরিটির ধারকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

২২। **কতিপয় অসম্মতি বা ব্যর্থতার জন্য দন্ড।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীন সরবরাহ করিতে বাধ্য কোন দলিল, বিবরণী, রিপোর্ট বা তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ বা অসম্মত হয়; বা

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বা জারীকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ বা অসম্মত হয়; বা

(গ) এই অধ্যাদেশের কোন বিধান লংঘন করে বা অন্য কোনভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়;

তাহা হইলে কমিশন, উক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর যদি মনে করে যে, উক্ত অসম্মতি, ব্যর্থতা বা লংঘন ইচ্ছাকৃত ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লেখ অনুসারে অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা করিতে পারিবে এবং আদেশের তারিখ হইতে উক্ত অসম্মতি, ব্যর্থতা বা লংঘন অব্যাহত থাকিলে উক্ত সময়ের প্রত্যেক দিবসের জন্য অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুসারে পরিশোধিতব্য কোন অর্থ, বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত যে অপরাধের জন্য এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপ করা হইয়াছে, সেই একই বিষয়ে এই অধ্যাদেশের অধীন আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। **দেওয়ানী দায়সমূহ।**—(১) এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিয়া প্রণীত সকল চুক্তি এবং এইরূপ বিধান লংঘনকারী চুক্তির কোন পক্ষের অধিকার অথবা চুক্তির পক্ষ নহে তবে বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া উক্ত চুক্তির অধীন কোন অধিকার লাভ করিয়াছেন, যাহা উক্তরূপ লংঘনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে এবং উক্ত লংঘনের কোন পক্ষ না হইয়াও এইরূপ চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার সীমা পর্যন্ত উক্তরূপ চুক্তি বাতিল বা বাতিল সম্ভব না হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধির অধীন কমিশন বা কোন স্টক এক্সচেঞ্জের নিকট দাখিলকৃত কোন আবেদন, প্রতিবেদন বা দলিলে এইরূপ কোন মন্তব্য প্রদান করেন বা প্রদানের ব্যবস্থা করেন, যাহা প্রস্তুতের সময়ে বা পারিপার্শ্বিকতার আলোকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তিনি উক্ত প্রতিবেদন বিশ্বাস করিয়া সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়কারী ব্যক্তির ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে কোন চুক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, যদি না উক্ত ব্যক্তি যিনি উক্ত আবেদন, প্রতিবেদন বা দলিল দাখিল করিয়াছেন, প্রমান করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছেন এবং তাহার জানামতে বা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না যে উক্ত ঘোষণা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ছিল।

(৩) কোন ব্যক্তি ধারা ১৭ লংঘন করিয়া কোন কার্য বা লেনদেনে অংশগ্রহণ করিলে তিনি যে কোন ব্যক্তির নিকট, তাহাদের মধ্যে কোন চুক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, দায়ী থাকিবেন যিনি উক্ত কাজ বা লেনদেনে আস্থা স্থাপন করিয়া কোন সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় করিয়াছেন বা উক্ত আস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, যদি না উক্ত লংঘনকারী ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাহার জানা মতে বা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না যে সেখানে কোন প্রতারণা, অসত্য বা বিচ্যুতি ছিল।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধারার অধীন দায়ী কোন ব্যক্তির বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি উক্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির সমপরিমাণ দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে ভঙ্গ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহ সংঘটনে প্ররোচিত করেন নাই।

(৫) এই ধারার অধীন দায় হইবে যৌথ ও পৃথক এবং, প্রত্যেক দায়ী ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যিনি মূল মামলায় অন্তর্ভুক্ত হইলে সমান জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী হইতেন, চুক্তিবদ্ধ অংশ আদায় করিতে পারিবেন, যদি না বাদী এবং বিবাদী প্রতারণামূলক অসত্য উপস্থাপনের জন্য দায়ী হন।

(৬) মামলা সৃষ্টির তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, এই ধারার অধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৭) এই অধ্যাদেশের অধীন অধিকার এবং প্রতিকারসমূহ আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীন অন্য কোন অধিকার ও প্রতিকার সমূহের অতিরিক্ত হইবে।

২৪। **দন্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ১৭ এর বিধান লংঘন করিলে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি কোন একটি কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হয়, সেইক্ষেত্রে উহার কার্যাবলী পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা অন্য কোন কর্মকর্তা অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদিনা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতে সংঘটিত হইয়াছে অথবা তিনি উহা প্রতিরোধ করিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

২৫। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।—কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ কোন আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না এবং দায়রা আদালতের নিম্নের কোন আদালত এইরূপ অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

২৫ক। **প্রমাণের দায়ভার**।—যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত কোন আদেশের অধীন কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিধান লংঘন করিবার জন্য তিনি বিচারের সম্মুখীন হইলে, তিনি যে উক্তরূপ বিধান অথবা ক্ষেত্রমত, আদেশ লংঘন করেন নাই, উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপর অর্পিত হইবে।

২৬। **পুনরীক্ষণ (Revision) ও পুনর্বিবেচনা (Review)**।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন জারীকৃত অথবা প্রণীত আদেশের অধীন কোন কর্মকর্তার বা কমিশনের অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের বা ধারা ২৮ এর অধীন কমিশনের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কমিশনের নিকট পুনরীক্ষণের আবেদন করিতে পারিবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কমিশন, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন পুনরীক্ষণের আদেশ ব্যতীত উহার অন্য কোন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে বা নিজস্ব উদ্যোগে পুনঃবিবেচনা করিতে পারিবে এবং পুনঃবিবেচিত কমিশনের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৬

বিবিধ

২৭। **পরামর্শ কমিটি**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরামর্শ এবং সহায়তা প্রাপ্তির জন্য কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, এই অধ্যাদেশ দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে এইরূপ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী, অথবা উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।—কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই অধ্যাদেশের অধীন সকল বা যেকোন ক্ষমতা বা কার্যাবলী তৎকর্তৃক সময় সময় আরোপিত সীমাবদ্ধতা, বিধি নিষেধ বা শর্তাবলী সাপেক্ষে, যদি থাকে, উহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত উহার অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃকও প্রয়োগ বা সম্পাদন করা যাইবে।

২৯। **অব্যাহতি**।—কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকারিতা হইতে যেকোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী, অথবা যেকোন সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি শ্রেণী বা যেকোন লেনদেন অথবা যেকোন শ্রেণীর লেনদেনকে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৩০। **দায়মুক্তি**।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত যেকোন বিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা ইপ্সিত কোন কার্যের সম্পাদনের অভিপ্রায়ের জন্য কমিশন বা উহার অধঃস্তন কোন অফিসার বা কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩১। **সরল বিশ্বাসে অর্জিত সিকিউরিটিসমূহ**।—(১) কোন ব্যক্তি, যিনি বিনা প্রতারণায় এবং বৈধ প্রতিদানের বিনিময়ে কোন ইকুইটি সিকিউরিটি, স্ক্রিপ, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা বন্ডের মালিক হন এবং যাহার নিকট হইতে তিনি স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহার স্বত্বের ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত নন, তিনি পক্ষগণের স্বত্বে এবং বিদ্যমান পক্ষগণের মধ্যে স্বত্বের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও উক্ত সার্টিফিকেট ও উহার সহিত সকল অধিকার ত্রুটিমুক্তভাবে ধারন করিবেন।

(২) কোন স্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজ আকারে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আবশ্যকীয় দলিলায়ন, পদ্ধতি ও নিশ্চয়তা এবং পক্ষসমূহের অধিকার ও দায় এর উপর উহাদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যকর চুক্তির অবিচ্ছেদ্য ও বলবৎযোগ্য শর্তাবলী হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২, দি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১,দি ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের এবং ইস্যুয়ার কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি বহির অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের অধিকার ও দায় নির্ধারণ করিবে।

৩২। **বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ কোম্পানীর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ**।—বিনিয়োগ উপদেষ্টাদের এবং বিনিয়োগ কোম্পানীর ব্যবসা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহবান করিয়া দেশের বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি দাখিল করিবার জন্য অন্যূন দুই সপ্তাহ সময় দিতে হইবে।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করা জনস্বার্থে যথাযথ হইবে না বলিয়া বিবেচিত হইলে, কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) বিশেষত ঃ এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নরূপ বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে—

(ক) ধারা ২ এর দফা (ঘ) এবং ধারা ৪, ৫, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৬ এবং ৩২ এর উদ্দেশ্য নির্ধারিত বা নির্ধারণযোগ্য এইরূপ যে কোন বিষয়; এবং

(খ) কোন স্টক এক্সচেঞ্জ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারে এইরূপ যেকোন বিষয়।

৩৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন স্টক এক্সচেঞ্জ, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্তরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল বা যেকোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে; যথাঃ—

(১) স্টক এক্সচেঞ্জের গঠনতন্ত্র গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও কার্যাবলী;

(২) স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যভুক্তির যোগ্যতা, স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য পদভুক্তি, ভর্তি, সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ সদস্যদের শাস্তিসহ শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(৩) নিম্নলিখিত বিষয় ভিত্তিতে সদস্যদের শ্রেণীবিন্যাস হইবে—

(ক) তাহারা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কি না;

(খ) যে শহরে স্টক এক্সচেঞ্জ অবস্থিত সেখানে তাহাদের ব্যবসাস্থল আছে বা নাই; এবং

(গ) তাহাদের ব্যবসায়ের মুখ্য অংশ সিকিউরিটিতে তালিকাভুক্ত, না তালিকা বহির্ভূত;

(৪) কোন সদস্যের আর্থিক দায় ন্যূনতম মূলধনভিত্তিক অথবা নীট মূলধন বা মোট ঋণগ্রস্ততার অনুপাতভিত্তিক বা উভয়বিধ;

(৫) সদস্যদের নিজস্ব লেনদেন নিয়ন্ত্রণ, সদস্যদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আবেদনের পদ্ধতি, হিসাব বহি সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন;

(৬) সদস্য পদের স্বচ্ছ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য কমিটিসমূহ এবং কর্মকর্তাদের মনোনয়ন পদ্ধতি;

(৭) স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কার্যনির্বাহীদের যোগ্যতা এবং কার্যাবলী, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কার্যনিবাহীদের শাস্তিসহ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা;

(৮) সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি বা তালিকা বহির্ভূতকরণ;

(৯) কোন ইস্যুয়ারের নিবন্ধনকরণ পদ্ধতি এবং এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহতব্য বিষয়াবলী;

(১০) সিকিউরিটির লেনদেনের দিন ও সময় নিয়ন্ত্রণ, লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ;

(১১) স্টক এক্সচেঞ্জের চুক্তি এবং নিষ্পত্তির ধরন এবং ব্যর্থতা বা দেউলিয়াত্বের পরিণতিসহ সাধারণভাবে চুক্তির নিয়ন্ত্রণ, চুক্তিসমূহের নিশ্চিতকরণ;

(১২) লেনদেন এবং সিকিউরিটি সম্পর্কিত অগ্রিম বেচাকেনা (badlas) এবং জের সুবিধাদি (Carryover facilities) নিয়ন্ত্রণ;

(১৩) দর ঘোষণা এবং প্রকাশকরণ পদ্ধতি, লেনদেন এককসমূহ এবং ব্যবধানসমূহ নির্ধারণ এবং লেনদেনসমূহ পৃথক ও পরিমাণ উভয়ভাবে প্রকাশ;

(১৪) সিকিউরিটিজের লেনদেনের জন্য একটি ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন;

(১৫) সিকিউরিটিজ এবং লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত কাল্পনিক এবং সংখ্যাভিত্তিক হিসাবসমূহ ব্ল্যাংক ট্রান্সফার, শর্ট সেল, অপশন্স, অড লট্স এবং মার্জিনের নিয়ন্ত্রণ;

(১৬) ক্রেতাদের সিকিউরিটিজের ঋণ এবং হাইপথিকেশন;

(১৭) সর্বনিম্ন কমিশন নির্ধারণসহ ব্রোকারেজ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ন্ত্রণ;

(১৮) ব্রোকার এবং জবারের কার্যাবলী পৃথকীকরণ;

(১৯) সালিশ নিষ্পত্তিসহ দাবী বা বিবাদ ফয়সালা পদ্ধতি; এবং

(২০) অন্য কোন বিষয় যাহার জন্য কোন প্রবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে এবং উক্ত প্রকাশের পর কার্যকর হইবে।

(৪) কমিশন সমীচীন মনে করিলে, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, কোন স্টক এক্সচেঞ্জকে কোন প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা ইতোমধ্যে প্রণীত প্রবিধান বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) যদি কোন স্টক এক্সচেঞ্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় বা পালনে অবহেলা করে, কমিশন, যে প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, উহা পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ছাড়া, প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে বা প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিলের আদেশাধীন কোন প্রবিধান বাতিল করিতে পারিবে; এবং কমিশন কর্তৃক এইরূপ কোন প্রবিধানের প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিলকরণ স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক এই ধারা বিধানাবলী অনুসরণে করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং অনুরূপভাবে কার্যকর হইবে।

৩৫। **হেফাজত**।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন হইবার পূর্বে কোন সিকিউরিটি কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়া থাকিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন তালিকাভুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন হইবার পূর্বে কোন সিকিউরিটি কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন তালিকাভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন হইবার পূর্বে কোন স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রণীত বা জারীকৃত কোন বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আদেশ বলবৎ থাকিলে উহা, এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বা জারীকৃত হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।